ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৮৬৭
আগরতলা,৩১ মার্চ,২০২৬

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২৫-এ ত্রিপুরার উজ্জ্বল সাফল্য

রাজ্যের দুইটি পঞ্চায়েত এবং একটি জেলা জাতীয় স্তরে মর্যাদাপূর্ণ দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার (ডি.ডি.ইউ.পি.এস.ভি.পি.) এবং নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার (এন.ডি.পি.এস.পি.ভি.পি.) এ ২০২৫ সালের জন্য সম্মানিত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দেশের সকল গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের সামগ্রিক মূল্যায়নের পর আজ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রাজ্যের সিপাহিজলা জেলা সারা দেশের মধ্যে সেরা জেলা পঞ্চায়েত হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে অসামান্য সাফল্যের ভিত্তিতে উনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। মহিলা বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারা ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

উল্লেখ্য যে, দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার-এর আওতায় ৯টি নির্দিষ্ট থিমের প্রতিটিতে সারা দেশের মধ্যে সেরা ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্বাচন করা হয়। অপরদিকে, নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার-এর ক্ষেত্রে সকল থিমে প্রাপ্ত গড় স্কোরের ভিত্তিতে দেশের সেরা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদকে নির্বাচন করা হয়।

‘স্বাস্থ্যকর পঞ্চায়েত’ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ১ কোটি টাকা পুরস্কার পাবে। ‘মহিলা বান্ধব পঞ্চায়েত’ বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জনের জন্য বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। ‘সেরা জেলা পঞ্চায়েত’ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনের জন্য সিপাহীজলা জেলা পরিষদ ৫ কোটি টাকা পুরস্কার লাভ করবে।

এই পুরস্কারগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, নারী সক্ষমতা এবং স্থানীয় প্রশাসনের উৎকর্ষতায় পঞ্চায়েতগুলির অসামান্য কর্মদক্ষতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই সাফল্য ত্রিপুরার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভাবনী চিন্তাধারা, কার্যকর পরিকল্পনা এবং সফল বাস্তবায়নের প্রতিফলন।

রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন সকল পুরস্কারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত, জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই সাফল্য ত্রিপুরাকে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ও টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম অগ্রগামী রাজ্য হিসেবে আরও সুসংহত করেছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****